রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ২৬, ২০০০

৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ই মাঘ ১৪০৬বাং/৩১শে জানুয়ারী ২০০০ ইং

এস, আর, ও নং ২৯-আইন/২০০০—Bangladesh Shipping Corporation Order, 1972 (P.O. No. 10 of 1972) এর Article 27 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে, Bangladesh Shipping Corporation (General) Regulations, 1979 বাতিলক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

প্রথম অংশ

সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (শেয়ার) প্রবিধানমালা, ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "আদেশ" অর্থ Bangladesh Shipping Corporation Order, 1972 (P.O. No. 10 of 1972).

(খ) "সচিব" অর্থ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

দ্বিতীয় অংশ

মূলধন এবং শেয়ার

৩। **শেয়ারের প্রকৃতি**।—কর্পোরেশনের শেয়ার অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে এবং এই প্রবিধানমালার বিধান মোতাবেক হস্তান্তরযোগ্য হইবে।

৪। **শেয়ার সনাক্তকরণ নম্বর**।—শেয়ারের ক্রম অনুসারে প্রত্যেকটি শেয়ারের একটি নম্বর থাকিবে এবং এইরূপ নম্বর দ্বারা উহা চিহ্নিত হইবে।

৫। **শেয়ারহোল্ডারদের রেজিষ্টার**।—(১) কর্পোরেশন উহার প্রধান কার্যালয়ে শেয়ার হোল্ডারদের একটি রেজিষ্টার রাখিবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিবরণাদি লিপিবদ্ধ থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) শেয়ারহোল্ডারদের নাম, ঠিকানা এবং পেশা (যদি থাকে) ;

(খ) প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের মালিকানাধীন শেয়ারের সংখ্যা এবং উক্ত শেয়ারের পরিচিতিজ্ঞাপক সনাক্তকরণ নম্বর ;

(গ) শেয়ারহোল্ডার হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্তির তারিখ এবং যে পদ্ধতিতে তিনি শেয়ার অর্জন করিয়াছেন উহার বিবরণ ;

(ঘ) যদি কোন ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার না থাকেন তাহা হইলে যে তারিখ হইতে তিনি শেয়ারহোল্ডার নহেন সেই তারিখ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যৌথ শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রত্যেকের নাম এবং অন্যান্য বিবরণ তাহাদের প্রথম শেয়ারহোল্ডারের নামের সহিত একই সংগে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কোন শেয়ার উত্তরাধীকার সূত্রে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্র ব্যতীত কোন শেয়ারের যৌথহোল্ডারের সংখ্যা চার এর অধিক হইতে পরিবেনা।

(২) যে ব্যক্তি চুক্তি সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন চুক্তি সম্পাদন বা চুক্তিবদ্ধ হইতে সক্ষম নহেন তিনি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না। শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টারে শেয়ারহোল্ডার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরবর্তী কোন সময় যদি দেখা যায় যে, ঐ ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে রেজিষ্টারভুক্ত হওয়ার অযোগ্য ছিলেন, তাহা হইলে উপযুক্ত আদালতের আদেশ অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তর করা ব্যতীত তিনি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে কোন অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

(৩) কর্পোরেশন লিখিত, অলিখিত বা অন্য কোন প্রকার কোন ট্রাষ্টের নোটিশ শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবে না অথবা এইরূপ কোন নোটিশ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে না।

(৪) শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টারভুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ তাহাদের নামে রেজিষ্ট্রিকৃত শেয়ারের সম্পূর্ণ মালিক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার বলিয়া গণ্য হইবেন না যদি তাহার নাম শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ না থাকে।

৬। **শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা।**—(১) কর্পোরেশন শেয়ারহোল্ডারদের নামের একটি বর্ণনাক্রমিক তালিকা সংরক্ষণ করিবে এবং যে তারিখে শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টারে কোন পরিবর্তন হইবে সেই তারিখের পরবর্তী চৌদ্দ দিনের মধ্যে উক্ত তালিকায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিবে।

(২) প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের বিবরণ যাহাতে সহজভাবে পাওয়া যায় সেইলক্ষ্যে পর্যাপ্ত নির্দেশনা সম্বলিত কার্ড আকারে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত তালিকা সংরক্ষিত হইবে।

৭। **শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টার সংশোধন।**—যদি কোন শেয়ারহোল্ডারের নাম প্রতারণামূলক-ভাবে অথবা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টারভুক্ত হইয়া থাকে অথবা শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টার হইতে বাদ পড়িয়া থাকে, অথবা শেয়ারহোল্ডার নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তির নাম শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টার হইতে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ অথবা বিলম্ব হয়, তাহা হইলে উহা বোর্ডের গোচরে আসা মাত্র বোর্ড শেয়রাহোল্ডার রেজিষ্টার সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৮) **শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টার ইত্যাদি বন্ধকরণ।**—বোর্ড দুইটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত সাত দিনের অগ্রিম নোটিশ দ্বারা শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টার ও শেয়ার হস্তান্তর রেজিষ্টার বন্ধ রাখিতে পারিবে, তবে এইরূপ বন্ধ রাখিবার সময়-সীমা প্রত্যেক অর্থ বৎসরে সর্বমোট পয়তাল্লিশ দিন এবং একাধারে ত্রিশ দিন এর অধিক হইবে না।

৯। **শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টার ও শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা পরিদর্শন।**—(১) শেয়ার-হোল্ডার রেজিষ্টার ও শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে রক্ষিত থাকিবে এবং এই প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে, উহা পরিদর্শনের জন্য প্রতিদিন অফিস চলাকালীন সময়ে অন্যূন দুই ঘন্টা করিয়া খোলা থাকিবে; শেয়ারহোল্ডারগণ কোন ফিস ছাড়াই উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টার ও শেয়ারহোল্ডারদের তালিকার কোন এন্ট্রির অনুলিপি প্রস্তুত করিবার অধিকার শেয়ারহোল্ডার অথবা তাহার প্রতিনিধির থাকিবে না, কিন্তু শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টার বা উহাদের অংশবিশেষের অনুলিপির প্রয়োজন হইলে, যে কোন শেয়ারহোল্ডার কর্পোরেশনকে উক্ত অনুলিপি প্রস্তুতের ফরমায়েস দিতে পারিবে এবং তজ্জন্য প্রতি একশত শব্দ বা উহার অংশবিশেষের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া ফিস প্রদান করিতে হইবে; কর্পোরেশন উক্ত ফরমায়েস ও প্রয়োজনীয় ফিস পাওয়ার পর দশ কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত অনুলিপি সরবরাহ করিবে।

১০। **শেয়ার বরাদ্দ।**—(১) প্রসপেকটাস-এ যে পরিমাণ চাঁদা প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণরূপে কর্পোরেশন বরাবরে প্রদান না করা এবং কর্পোরেশন কর্তৃক উহা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন শেয়ার বরাদ্দ করা যাইবে না।

(২) আবেদনকারী হইতে শেয়ার বাবদ গৃহীত অর্থ একটি তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখা হইবে, যে পর্যন্ত উপ-প্রবিধান (৩) অনুসারে উহা জমাদানকারীকে ফেরত প্রদান করা না হয় অথবা উপ-প্রবিধান (৪) এর শর্তাবলী পূরণ না হয়।

(৩) যদি উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে কোন শেয়ার বরাদ্দ করা না হয় তাহা হইলে প্রসপেকটাস ইস্যু হইবার তারিখ হইতে একশত আশি দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবেদনকারীদের নিকট হইতে গৃহীত অর্থ (সুদ ব্যতীত) অবিলম্বে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) প্রসপেকটাস-এ উল্লেখিত অংকের অর্থ প্রাপ্তির পর কর্পোরেশন আবেদনকারীদের মধ্যে শেয়ার বরাদ্দ করিবে।

১১। **অনিয়মিত বরাদ্দ।**—এই প্রবিধানমালার কোন বিধান লংঘন করিয়া কোন আবেদনকারীকে শেয়ার বরাদ্দ করা হইলে, উক্ত বরাদ্দের এক মাসের মধ্যে বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক কর্পোরেশনের নিকট আবেদন করিলে বোর্ড উহা বাতিল করিতে পারিবে।

১২। **কর্পোরেশনের নিজস্ব শেয়ার ক্রয়ের উপর বাধা-নিষেধ।**—(১) কর্পোরেশন উহার নিজস্ব শেয়ার ক্রয় করিবে না।

(২) কর্পোরেশন উহার শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা, ঋণ অথবা নিশ্চয়তা দিতে পারিবে না।

১৩। **শেয়ার আন্ডাররাইটিং, কমিশন এবং দালালী প্রদান।**—(১) কর্পোরেশনের শেয়ার ক্রয়কারী কোন ব্যক্তিকে কর্পোরেশন উপযুক্ত মনে করিলে তৎকর্তৃক নির্ধারিত হারে কমিশন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশন কর্তৃক অর্পিত শর্ত মোতাবেক যাহারা শেয়ারের চাঁদা সংগ্রহ করিতে সম্মত হইবেন তাহাদিগকে বিক্রিত শেয়ারের চাঁদার অনধিক ২$\frac{১}{২}$% হারে কমিশন দেওয়া যাইবে।

(৩) কর্পোরেশন আন্ডাররাইটারগণকে তৎকর্তৃক ক্রয়কৃত শেয়ারের নামিক মূল্যের অনধিক ২$\frac{১}{২}$% হারে অতিরিক্ত কমিশন প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) দালালগণকে তাহাদের মাধ্যমে বিক্রিত শেয়ারের নামিক মূল্যের উপর ১% হারের অতিরিক্ত দালালী দেওয়া যাইবেনা।

(৫) কর্পোরেশন জনসাধারণের জন্য ইস্যুকৃত শেয়ারের উপর অর্থ সংগ্রহ করার জন্য পারস্পরিক সম্মত হারে ব্যাংকারদেরকে কমিশন প্রদান করিতে পারিবে।

১৪। **শেয়ার সার্টিফিকেট।**—(১) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ফরমে শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হইবে এবং উহাতে কর্পোরেশনের সাধারণ সীলমোহরসহ দুইজন পরিচালক অথবা দুইজন নির্বাহী পরিচালক অথবা একজন পরিচালক বা নির্বাহী পরিচালক এবং সচিব অথবা একজন পরিচালক বা নির্বাহী পরিচালক এবং বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকিবে।

(২) বরাদ্দকৃত ও হস্তান্তরিত শেয়ার সার্টিফিকেট শেয়ারহোল্ডারগণকে তিন মাসের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) শেয়ার রেজিষ্টারে শেয়ারহোল্ডার হিসাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি বিনামূল্যে কর্পোরেশনের সীলমোহরযুক্ত একটি সার্টিফিকেট পাইবার অধিকারী হইবেন যাহাতে উক্ত ব্যক্তির শেয়ারের সংখ্যা ও তজ্জন্য প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যৌথ শেয়ারহোল্ডারগণের ক্ষেত্রে একাধিক সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে কর্পোরেশন বাধ্য থাকিবে না এবং উক্তরূপ শেয়ারহোল্ডারগণের এক বা একাধিক শেয়ারের জন্য তাহাদের যে কোন একজনের বরাবরে ইস্যুকৃত একটি মাত্র সার্টিফিকেট সকলের জন্য যথেষ্ট হইবে।

(৪) প্রত্যেক শেয়ার সার্টিফিকেটে ক্রমিক নম্বর এবং শেয়ারের পার্থক্য সূচক নম্বর থাকিবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে কোন শেয়ার সার্টিফিকেট জীর্ণ বা বিকৃত বা বিনষ্ট হয় অথবা হারাইয়া যায়, অথবা সার্টিফিকেটের পেছন পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠাংকনের (endorsement) জায়গা না থাকে, সেইক্ষেত্রে পাঁচ টাকা ফিস প্রদান করা হইলে এবং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যে শর্ত আরোপ করিবেন তাহা পূরণ করা হইলে উক্ত সার্টিফিকেট নূতনরূপে ইস্যু করা যাইবে।

(৬) কোন শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার কর্পোরেশনের সাধারণ সীলমোহরযুক্ত সার্টিফিকেটে বর্ণিত থাকিলে প্রাথমিকভাবে (primafacie) উক্ত সার্টিফিকেটই উহাতে বর্ণিত শেয়ারের মালিকানার সাক্ষ্য বহন করিবে।

১৫। **শেয়ার হস্তান্তর রেজিষ্টার**।—কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে শেয়ার হস্তান্তর রেজিষ্টার নামে একটি বহি রক্ষিত থাকিবে এবং উহাতে সমস্ত শেয়ার হস্তান্তর ও প্রেরণ সংক্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইবে।

১৬। **শেয়ার হস্তান্তর**।—আদেশ এবং এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, শেয়ারসমূহ হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং নিম্নবর্ণিত ছক অথবা উহার সহিত সংগতিপূর্ণ অন্য কোন ছকে উহা হস্তান্তর করা যাইবে, যথা ঃ—

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
শেয়ার হস্তান্তর ছক

আমি/আমরা.....গ্রাম/সড়ক/মহল্লা.....
ডাকঘর.....থানা.....জেলা.....
(দলিল দাতা) আমাকে/আমাদেরকে জানাব/জানাবা.....
পিতা/স্বামী.....(দলিল গ্রহীতা).....
টাকা প্রদান করায় আমি/আমরা উক্ত গ্রহীতাকে আমার/আমাদের নামে বরাদ্দকৃত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের.....টি শেয়ার নম্বর.....হইতে.....পর্যন্ত হস্তান্তর করিলাম। উক্ত শেয়ার যে সকল শর্তে আপনি (দলিল দাতা) গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সকল শর্ত সাপেক্ষে আমি/আমরা গ্রহণ করিতে সম্মত আছি।

আমি/আমরা (দলিল দাতা এবং দলিল গ্রহীতা) নিম্ন স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করিলাম ঃ

তারিখ.....দিন.....২০.....

.....

সাক্ষী..... হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর .....

পেশা..... .....

ঠিকানা..... .....

.....

সাক্ষী..... গ্রহীতাগণের স্বাক্ষর .....

পেশা..... নাম.....

ঠিকানা..... পেশা.....

..... ঠিকানা.....

.....

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে,
আমি/আমরা বাংলাদেশের নাগরিক এবং
আমি/আমরা কেহই অপ্রাপ্ত বয়স্ক নই।

হস্তান্তর

নং.....

হস্তান্তর বইতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

অনুমোদনের তারিখ.....

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন গ্রহীতাগণের স্বাক্ষর

সচিব নির্বাহী পরিচালক

(২) শেয়ার হস্তান্তর ছক উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পযুক্ত হইতে হইবে এবং উহাতে হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তরগ্রহীতা উভয়েরই দস্তখত (কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সীলমোহরসহ) থাকিতে হইবে।

(৩) শেয়ার হস্তান্তর সত্ত্বেও উক্ত শেয়ারের বিপরীতে হস্তান্তরগ্রহীতার নাম কর্পোরেশনের শেয়ার হোল্ডারগণের রেজিষ্টারে তালিকাভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত হস্তান্তরকারী উক্ত শেয়ারের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭। **শেয়ার হস্তান্তর তালিকাভুক্তকরণ**।—(১) বোর্ড মূল্য অপরিশোধিত শেয়ারের হস্তান্তর তালিকাভুক্তকরণ প্রত্যাখান করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রত্যাখানের জন্য বোর্ড কারণ দর্শাইতে বাধ্য থাকিবে না।

(২) হস্তান্তরিত শেয়ারের তালিকাভুক্তিকরণের আবেদনপত্র কর্পোরেশন বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

(৩) শেয়ার হস্তান্তরের আবেদনপত্রের সহিত—

(ক) যথাযথ ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করিয়া দেওয়া না হইলে,

(খ) সংশ্লিষ্ট শেয়ার সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিয়া দেওয়া না হইলে, এবং

(গ) বোর্ড হস্তান্তরিত শেয়ারে হস্তান্তরকারীর অধিকারের সমর্থনে যেরূপ প্রমাণাদি প্রয়োজনীয় বলিয়া যুক্তিসংগতভাবে মনে করে সেইরূপ প্রমাণাদি দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, বোর্ড উক্ত শেয়ার হস্তান্তর তালিকাভুক্তকরণ আবেদন প্রত্যাখান করিতে পারিবে।

(৪) বোর্ড এই প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তর তালিকাভুক্তকরণের আবেদন প্রত্যাখান করিলে তৎসম্পর্কে আবেদনপত্র দাখিলের দিন হইতে দুইমাসের মধ্যে শেয়ার হস্তান্তরকারী ও হস্তান্তরগ্রহীতাকে নোটিশ দ্বারা অবহিত করিবে।

(৫) বোর্ড কর্তৃক শেয়ার হস্তান্তর অনুমোদিত হইলে কর্পোরেশন শেয়ার হস্তান্তর বহিতে উক্ত শেয়ার তালিকাভুক্ত করিবে এবং শেয়ার হস্তান্তর দলিল সংরক্ষণ করিবে। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পর উক্ত দলিল বিনষ্ট করা যাইবে।

১৮। **মৃত শেয়ারহোল্ডারের শেয়ারের স্বত্ব।**—কোন শেয়ারের একক শেয়ারহোল্ডারের ক্ষেত্রে, তাহার মৃত্যু ঘটিলে উক্ত শেয়ারহোল্ডারের নির্বাহক বা প্রশাসক বা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত শেয়ারের উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তি, এবং দুই বা ততোধিক শেয়ারহোল্ডরের ক্ষেত্রে, তাহাদের কাহারও মৃত্যু ঘটিলে, জীবিত অন্যান্য শেয়ারহোল্ডার অথবা মৃত শেয়ারহোল্ডারের নির্বাহক বা প্রশাসক বা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত শেয়ারের উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত শেয়ারের একমাত্র স্বত্ববান ব্যক্তি বলিয়া কর্পোরেশন কর্তৃক স্বীকৃত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কোন শেয়ারহোল্ডারের মৃত্যুর প্রমাণের জন্য যে ধরণের প্রমাণ প্রয়োজন মনে করিবে, সেই ধরণের প্রমাণ দাখিল করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৯। **শেয়ার বর্তন (Transmission)।**—কোন শেয়ার হোল্ডারের মৃত্যু বা দেউলিয়াত্ব না ঘটিলে, তিনি তাহার শেয়ার যেইরূপ হস্তান্তর করিতে পরিতেন, তাহার মৃত্যু বা দেউলিয়াত্বের ফলে কোন ব্যক্তি উক্ত শেয়ারের স্বত্ববান হইলে এবং বোর্ডের মতে সময় সময় প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিল করা হইলে, সে ব্যক্তি মূল শেয়ারহোল্ডারের ন্যায় একইরূপে উক্ত শেয়ারের শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিকৃত হওয়ার কিংবা উক্ত শেয়ার হস্তান্তর করার অধিকারী হইবেন। শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধন প্রত্যাখান করার ক্ষেত্রে বোর্ড সেই অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে যে অধিকার মূল শেয়ারহোল্ডারের মৃত্যু বা দেউলিয়াত্বের পূর্বে উক্ত শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে।

২০। **যৌথ শেয়ারহোল্ডার**।—(১) কোন শেয়ারের শেয়ারহোল্ডার হিসাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির নাম শেয়ার রেজিষ্টারে তালিকাভুক্ত থাকিলে তাহারা যৌথ শেয়ারহোল্ডার বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) প্রবিধান ১৮ এবং ১৯ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, যৌথ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে কর্পোরেশনের প্রতি উক্ত মৃত শেয়ারহোল্ডারের দায় দায়িত্ব অবশিষ্ট জীবিত যৌথ শেয়ারহোল্ডার বা শেয়ারহোল্ডারদের উপর বর্তাইবে।

(৩) যৌথ শেয়ারহোল্ডারগণ তাহাদের শেয়ারসমূহ একত্রে, হস্তান্তরের নির্ধারিত পদ্ধতিতে, হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

২১। **অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধ**।—(১) বোর্ড সময় সময় অন্যূন একুশ দিনের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারের অপরিশোধিত মূল্য তলব করিতে পারিবে এবং প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার উক্ত নোটিশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উক্ত অপরিশোধিত অর্থ কর্পোরেশন বরাবরে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) যৌথ শেয়ারহোল্ডারগণ যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে উক্ত শেয়ারের তলবী মূল্য পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) বোর্ড সময় সময় তলবকৃত মূল্য পরিশোধ করিবার সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৪) শেয়ার ইস্যু করিবার শর্ত অনুসারে কোন শেয়ারের মূল্য পরিশোধ বা উহার কিস্তি প্রদান বাবদ তলবকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা থাকিলে উহা উক্ত শর্ত অনুসারে পরিশোধ করিতে হইবে যেন উহা পরিশোধ করিবার জন্য তলব করা হইয়াছে।

(৫) কোন শেয়ারের মূল্য পরিশোধ বা উহার কিস্তি প্রদান বাবদ তলবকৃত অর্থ শেয়ার ইস্যুর শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করা না হইলে, উহা আদায়ের ক্ষেত্রে, উক্ত নির্ধারিত তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার সময় হইতে ব্যাংক রেটের উপর শতকরা ১% হার সুদ হিসাবে যে তারিখে অর্থ পরিশোধ করা হইবে সেই তারিখ পর্যন্ত সুদ দিতে হইবে, তবে বোর্ড ইচ্ছা করিলে উক্ত সুদ আংশিক অথবা সম্পূর্ণ মওকুফ করিতে পারিবে।

(৬) যদি কোন শেয়ারহোল্ডার তাহার শেয়ারের অতলবকৃত ও অপরিশোধিত অর্থের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ অগ্রিম পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে বোর্ড উহার ইচ্ছানুযায়ী উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত শেয়ারহোল্ডারকে উক্ত অর্থের উপর ব্যাংক রেটের উপর অনুর্ধ ১% হারে সুদ দিতে পারিবে।

২২। **শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ**।—(১) কোন শেয়ারহোল্ডার তলবী শেয়ারের মূল্য বা উহার কিস্তি এতদুদ্দেশ্যে ধার্যকৃত তারিখে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, উক্ত তারিখের পর যে কোন সময়, বোর্ড উক্ত অপরিশোধিত মূল্য বা উহার কিস্তির অংশবিশেষ সুদসহ পরিশোধ করিবার জন্য তাহাকে নোটিশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নোটিশ দ্বারা ধার্যকৃত তারিখে অথবা তৎপূর্বে তলবকৃত মূল্য পরিশোধ করা না হইলে শেয়ারটি যে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে তাহাও উক্ত নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে এবং বাজেয়াপ্তির উদ্দেশ্যে অপর একটি তারিখ ধার্য করিয়া দিতে হইবে, তবে মূল্য বা কিস্তি পরিশোধের জন্য ধার্যকৃত তারিখের পর হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে বাজেয়াপ্তির জন্য কোন তারিখ ধার্য করা যাইবে না।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশ পালিত না হইলে এবং যে শেয়ার সম্পর্কে উক্ত নোটিশ প্রদত্ত হইয়াছিল তৎসংক্রান্ত অপরিশোধিত অর্থ ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে নোটিশে উল্লেখিত অর্থ পরিশোধের পূর্বে বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উক্ত শেয়ার বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

(৪) বোর্ডের নিকট উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত শর্তে এবং পদ্ধতিতে যে কোন বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার বিক্রয় বা অন্যভাবে বিলিবন্দেজ (dispose of) করা যাইবে, তবে এইরূপ বিক্রয় বা বিলিবন্দেজের পূর্বে বোর্ড যেইরূপ শর্ত বা পদ্ধতি উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে ও পদ্ধতিতে উক্ত বাজেয়াপ্তকরণ বাতিল করিতে পারিবে।

(৫) কোন শেয়ারহোল্ডারের কোন শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা হইলে উক্ত বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে তাহার শেয়ারহোল্ডার পদের অবসান হইবে, তবে শেয়ার বাজেয়াপ্তির তারিখে যে পরিমান অর্থ কর্পোরেশনকে উক্ত শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক নগদে প্রদেয় ছিল তিনি তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং বিক্রয় বা বিলিবন্দেজকালে শেয়ারের নামিক মূল্যের (nominal value) পূর্ণ অর্থ কর্পোরেশনকে প্রদান করা হইলে উক্ত ব্যক্তির দায়-দায়িত্বের অবসান ঘটিবে।

(৬) যদি কোন শেয়ারের বাজেয়াপ্তি সম্পর্কে যথাযথভাবে যাচাইকৃত (verified) এইরূপ কোন লিখিত ঘোষণাপত্র থাকে যাহাতে এই মর্মে উল্লেখ থাকে যে, ঘোষণাকারী ব্যক্তি কর্পোরেশনের একজন পরিচালক এবং ঘোষণায় বর্ণিত তারিখে কর্পোরেশনের শেয়ারটি বিধিসম্মতভাবে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত ঘোষণাপত্র উক্ত শেয়ারের দাবীদার সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে শেয়ারটি বাজেয়াপ্তি সংক্রান্ত চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

(৭) কোন বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ারের বিক্রয় বা বিলিবন্দেজকালে উপ-প্রবিধান (৬) এ উল্লেখিত ঘোষণাপত্র থাকিলে এবং শেয়ারের বিক্রয়মূল্য প্রাপ্তির রশিদ কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হইলে তিনি উক্ত শেয়ারের স্বত্বাধিকারী হইবেন এবং তাহার নাম শেয়ারহোল্ডার হিসাবে শেয়ার নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ হইবে।

(৮) উপ-প্রবিধান (৭) এর অধীন যে ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হইবেন, সংশ্লিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের অর্থ ব্যবহার সর্ম্পকে তাহার কোন দায়-দায়িত্ব থাকিবে না এবং উক্ত শেয়ার বিক্রয় বা বিলিবন্দেজ কার্যক্রমে কোন অনিয়ম বা ত্রুটি থাকার কারণে উক্ত ব্যক্তির অধিকার কোনভাবে ক্ষুন্ন হইবে না।

২৩। পূর্বস্বত্ব।—(১) সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হইয়াছে এইরূপ শেয়ার ব্যতীত যে শেয়ার কোন শেয়ারহোল্ডারের একক নামে বা অন্যদের সংগে যৌথভাবে নিবন্ধিত থাকে এবং যাহার মূল্য উক্ত শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক বা তাহার সম্পত্তি হইতে কর্পোরেশনকে তাৎক্ষনিকভাবে প্রদেয় হয়, সেই শেয়ারের মূল্য বাবদ প্রদেয় সকল অর্থ এবং উহার উপর প্রদেয় লভ্যাংশের উপর কর্পোরেশনের পূর্বস্বত্ব থাকিবে।

(২) কর্পোরেশনের পূর্বস্বত্ব রহিয়াছে এইরূপ যে কোন শেয়ার কর্পোরেশন, শেয়ার বিক্রয়ের দিনে ষ্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক উদ্বৃত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত শেয়ারের মূল্য বাবদ নগদ অর্থ তাৎক্ষনিকভাবে কর্পোরেশনকে প্রদানের দাবী করিয়া, আপাততঃ নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারকে কিংবা তাহার মৃত্যু বা দেউলিয়াত্বের কারণে যিনি উক্ত শেয়ারের অধিকারী হন তাহাকে উক্ত দাবী সম্বলিত লিখিত নোটিশ প্রদানের চৌদ্দ দিন অতিবাহিত না হইলে, উক্ত শেয়ার উক্তরূপে বিক্রয় করা যাইবে না।

(৩) কর্পোরেশনের পূর্বস্বত্ব থাকার কারণে উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে যে নগদ অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে কর্পোরেশনকে প্রদেয় হয় তাহা প্রথমে পরিশোধ করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট অর্থ যে ব্যক্তি বিক্রয়ের তারিখে উক্ত শেয়ারের অধিকারী ছিলেন তাহাকে প্রদান করিতে হইবে।

(৪) এই প্রবিধান অনুযায়ী কোন শেয়ার বিক্রয়ের ফলে যিনি উক্ত শেয়ার ক্রয় করেন তাহার নাম শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবে এবং উক্ত শেয়ার বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ কিরূপে ব্যয় হইবে সেই সম্পর্কে তাহার কোন কিছু বলা বা করার অধিকার থাকিবে না এবং শেয়ার বিক্রয় কার্যক্রমে কোন অনিয়ম বা অবৈধতার কারণে তাহার স্বত্ব কোনরূপ ক্ষুণ্ন হইবে না।

২৪। **শেয়ার ষ্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্তকরণ।**—কর্পোরেশনের শেয়ার বাংলাদেশের যে কোন ষ্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত থাকিবে।

তৃতীয় অংশ
শেয়ারহোল্ডারদের সভা ও কার্যবিবরণী

২৫। **সাধারণ সভা।**—বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা অন্য কোন সাধারণ সভা কর্পোরেশনের শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভা বলিয়া গণ্য হইবে।

২৬। **বার্ষিক সাধারণ সভা।**—(১) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে উক্ত সভা কোনক্রমেই বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির তারিখ হইতে ছয় মাস পরে অনুষ্ঠিত হইবে না।

(২) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখের অন্যূন পনের দিন পূর্বে কর্পোরেশন উহার ঐ বৎসরের লাভ-ক্ষতির হিসাবের অনুলিপিসহ নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশীট এবং স্বীয় কার্যাবলীর প্রতিবেদনের অনুলিপি শেয়ারহোল্ডাদের নিকট সরবরাহ করিবে।

(৩) বোর্ড বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করিবে।

(৪) বোর্ড যদি মনে করে যে, কোন বিষয় শেয়ারহোল্ডারদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা প্রয়োজন, তাহা হইলে বোর্ড স্থান ও সময় নির্ধারণপূর্বক অন্য কোন সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

(৫) বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নেবর্ণিত কার্যসমূহ সম্পাদন করা হইবে, যথা ঃ—

(ক) ব্যালেন্সশীট, লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং নিরীক্ষক ও পরিচালকদের প্রতিবেদন গ্রহণ ও বিবেচনা ;

(খ) অবসর গ্রহণকারী পরিচালকগণের শুন্য পদে, যদি থাকে, পরিচালক নির্বাচন ;

(গ) হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাহাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ ;

(ঘ) বোর্ডের সুপারিশকৃত লভ্যাংশ, যদি থাকে, ঘোষণা।

২৭। সাধারণ সভার নোটিশ।—(১) সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য অন্ততঃ পনের দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে ; উক্ত নোটিশে সভায় সম্পাদিতব্য কার্যাবলীর বিবরণ, সভার তারিখ ও সময়ের উল্লেখ থাকিবে ; সভার নোটিশ ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা, বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে, সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং এই প্রবিধানমালায় নোটিশ জারী সংক্রান্ত বিধৃত বিধানানুসারে প্রত্যেক তালিকাভুক্ত শেয়ারহোল্ডারের উপর জারী করিতে হইবে এবং বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়ও উহা প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) দৈবক্রমে কোন শেয়ারহোল্ডারের নিকট কোন সাধারণ সভার নোটিশ প্রদান করিতে ভুল হইলে কিংবা কোন শেয়ারহোল্ডার উক্ত নোটিশ না পাইলে, কোন সাধারণ সভা বা উহার মূলতবী সভার কার্যধারা অবৈধ হইবে না, অথবা উক্ত সভায় উপস্থিত হইবার এবং ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারের অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না।

২৮। ভোট প্রদান।—(১) প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিবার অধিকার থাকিবে, কিন্ত যদি কোন শেয়ারহোল্ডারের নিকট শেয়ার বাবদ কর্পোরেশনের কোন অর্থ পাওনা থাকে তাহা হইলে তাহার উক্ত সভায় ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না।

(২) ভোটাধিকার প্রাপ্ত প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিলে হাত উত্তোলন করিয়া একটি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে, ভোটাধিকার প্রাপ্ত প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার তাহার প্রতিটি শেয়ারের জন্য একটি করিয়া ভোট এই হিসাবে সর্বোচ্চ একশতটি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন এবং নিজে কিংবা প্রক্সির মাধ্যমে উক্ত ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা—(ক) কোন নিগমিত সংস্থা শেয়ারহোল্ডার হইলে, উক্ত নিগমিত সংস্থার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিচালক বা কর্মকর্তার সাধারণ সভায় উপস্থিতি উক্ত সংস্থা "ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত" বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) সরকার শেয়ারহোল্ডার হইলে, সরকারের নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার সাধারণ সভায় উপস্থিতি সরকার "ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত" বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) যৌথ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে যে কোন একজন ভোট দিতে পারিবেন। যদি যৌথ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য হইতে একজনের অধিক সভায় উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে যাহার নাম কর্পোরেশনের বহিতে প্রথমে লিপিবদ্ধ থাকিবে কেবল মাত্র তিনিই ভোট দিতে পারিবেন। মৃত শেয়ারহোল্ডারদের এক্সিকিউটরস বা এডমিনিষ্ট্রেটরসকে অত্র প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যে যৌথ শেয়ারহোল্ডার হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(ঘ). মানসিকভাবে অসুস্থ বলিয়া ঘোষণা করার এখতিয়ার সম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক কোন শেয়ারহোল্ডারকে যদি মানসিকভাবে অসুস্থ বলিয়া ঘোষণা করে, তাহা হইলে তাঁহার জন্য নিযুক্ত আইনানুগ অভিভাবক শেয়ারহোল্ডার হিসাবে গণ্য হইবেন।

২৯। প্রক্সি।—(১) প্রক্সি নিয়োগের দলিল লিখিত হইতে হইবে এবং তাহা ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডারের ক্ষেত্রে তাহার নিজ হাতে অথবা পাওয়ার অব এটর্ণীমূলে নিযুক্ত এটর্ণী কর্তৃক লিখিত এবং নিগমিত সংস্থার ক্ষেত্রে, উহার কমন সীলমোহরাঙ্কিত হইবে।

(২) কর্পোরেশন বরাবরে কোন প্রক্সি দলিল দাখিলের পূর্বে উহা তারিখযুক্ত এবং যথাযথভাবে ষ্টাম্পযুক্ত হইতে হইবে, অন্যথায় উহা বৈধ হইবে না।

(৩) প্রক্সি দলিল একটি মাত্র সভা বা উহার মূলতবী সভার জন্য বৈধ থাকিবে।

(৪) এইরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রক্সি নিয়োগ করা যাইবে না কিংবা এইরূপ কোন ব্যক্তি প্রক্সি হিসাবে কাজ করিবেন না, যিনি যে সভায় প্রক্সি দেওয়া হইবে সেই সভায় ভোটদানের যোগ্য শেয়ারহোল্ডার নহেন।

(৫) শেয়ারহোল্ডার নিজে ভোটদানের অধিকারী না হইলে তাহার প্রতিনিধি, এটর্ণী বা প্রক্সি কোন সাধারণ সভায় ভোটদানের অধিকারী হইবেন না।

(৬) প্রক্সি দলিল নিম্নলিখিত ছকে প্রণীত হইবে, যথা ঃ—

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

আমি/আমরা.....

ঠিকানা .....

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (অতঃপর "কর্পোরেশন" বলিয়া অভিহিত) এর রেজিষ্ট্রিকৃত শেয়ারহোল্ডার (শেয়ারসমূহের নম্বর ..... হইতে .....) হিসাব এতদ্বারা কর্পোরেশনের শেয়ারহোল্ডার জনাব/জনাবা ..... কে

আমার/আমাদের প্রক্সি মনোনীত করিয়াছি এবং তিনি আমার/আমাদের পক্ষে ..... তারিখে অথবা পরবর্তী কোন মূলতবী তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ..... সাধারণ সভায় ভোট-দানের অধিকার প্রদান করিয়াছি।

(কর্পোরেশন বহিতে রক্ষিত স্বাক্ষরের অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন)

রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করুন।

স্বাক্ষর
ফলিও নং
তারিখ

৩০। **প্রক্সি নিয়োগের দলিল জমা দান।**— (১) প্রক্সি দলিল এবং উহা যে আমমোক্তারনামা অথবা অন্য কোন ক্ষমতা (যদি থাকে) বলে স্বাক্ষরিত হইয়াছে উহা অথবা নোটারী পাবলিক কর্তৃক উহার সত্যায়িত অনুলিপি সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের অন্যূন বাহাত্তর ঘন্টা পূর্বে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে জমা না দিলে কোন প্রক্সি বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে আমমোক্তারনামা বা অন্য কোন ক্ষমতাপত্র অথবা নোটারী পাবলিক কর্তৃক উক্ত আমমোক্তারনামা বা ক্ষমতাপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি জমা দেওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার অথবা তাহার নিযুক্ত এটর্ণীকে সাধারণ সভা আরম্ভের নির্ধারিত সময়ের অন্যূন বাহাত্তর ঘন্টা পূর্বে লিখিত নোটিশ দ্বারা নোটিশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে আমমোক্তারনামা বা ক্ষমতাপত্রের মূলকপি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং কর্পোরেশনের নিকট উহা উপস্থাপন বা জমা দিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত এটর্নীর সাধারণ সভায় ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না, তবে কর্পোরেশন ইচ্ছা করিলে উক্তরূপ উপস্থাপন বা জমা প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) কর্পোরেশনে জমাকৃত প্রক্সি দলিল এবং আমমোক্তারনামার অনুলিপি ফেরত প্রদান করা হইবে না।

(৪) এই প্রবিধানের অধীন জমাকৃত কোন প্রক্সি দলিল বা আমমোক্তারনামা প্রত্যাহার করা যাইবে না, তবে যদি প্রক্সি দলিল বা আমমোক্তারনামার দাতা যাহার নামে প্রক্সি দলিল বা আমমোক্তারনামা প্রদান করা হইয়াছে তাহার নাম উল্লেখপূর্বক নিজ হাতে লিখিত নোটিশ প্রক্সি বা আমমোক্তারনামা জমা দানের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্পোরেশনকে প্রদান করেন তাহা হইলে উহা প্রত্যাহার করা যাইবে।

(৫) যদি একই শেয়ারের জন্য দুই বা ততোধিক প্রক্সি দলিল জমা প্রদান করা হয়, এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যদি একটি ব্যতীত বাকী প্রক্সি দলিল উপ-প্রবিধান (৪)এর বিধান অনুসারে প্রত্যাহার না করা হয়, তাহা হইলে উক্ত জমাকৃত সকল প্রক্সি দলিল বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) একটি প্রক্সি দলিল যথাযথবাবে প্রত্যাহার করা হইলে এই প্রবিধান অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য একটি প্রক্সি দলিল জমা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকিবে না।

(৭) এই প্রবিধানমালায় যাহাই থাকুক না কেন, কোন শেয়ারহোল্ডার বা এটর্ণী, তৎকর্তৃক প্রক্সি দলিল প্রদান সত্ত্বেও এবং উক্ত প্রক্সি দলিল প্রত্যাহারযোগ্য না হইলেও, যে সভার জন্য প্রক্সি দলিল প্রদত্ত হইয়াছে সেই সভায় ব্যক্তিগতভাবে নিজে উপস্থিত থাকিতে এবং ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) প্রক্সি দলিল অথবা আমমোক্তারনামার শর্ত অনুযায়ী ভোট প্রদান করা হইলে প্রক্সি দলিল বা আমমোক্তারনামার দাতার মৃত্যু হইলেও প্রদত্ত ভোট অবৈধ হইবে না।

(৯) সাধারণ সভা অথবা আপত্তিকৃত ভোট প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ কোন সভার মূলতবী সভা ব্যতীত অন্য কোন সভায় ভোটদানের ব্যাপারে কোন শেয়ারহোল্ডারের যোগ্যতা সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না ; যথাযথ সময়ে আপত্তি উত্থাপিত হইলে চেয়ারম্যান উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

৩১। **শেয়ারহোল্ডারদের উপস্থিতি**।—সাধারণ সভায় উপস্থিত কোন শেয়ারহোল্ডারকে সনাক্ত করার এবং তাহার ভোটাধিকার নির্ধারিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক স্বাক্ষরিত নিম্নবর্ণিত ফরম সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কর্পোরেশনে জমা দিতে হইবে, যথা ঃ—

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ/বিশেষ সভা

নং তারিখ ..... ১৪০ ..... বাংলা

(১) নাম (ছাপার অক্ষরের মত বড় হাতে লেখা) .....

(২) নিবন্ধিত ঠিকানা .....

(৩) নিবন্ধিত শেয়ারের সংখ্যা .....

(৪) রেজিষ্টার ফলিও নম্বর .....

(৫) ব্যক্তিগত ভাবে ভোট .....

(৬) প্রক্সির মাধ্যমে ভোট .....

শেয়ারহোল্ডারের স্বাক্ষর

৩২। **কোরাম**।—(১) ভোট প্রদানের অধিকার রহিয়াছে এইরূপ দশ জন শেয়ারহোল্ডার ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিলে সাধারণ সভার কোরাম গঠিত হইবে এবং কোন সাধারণ সভায় কার্য আরম্ভ হওয়ার সময় কোরাম না থাকিলে উক্ত কার্য সম্পাদন করা যাইবে না।

(২) যদি কোন সাধারণ সভায় উক্ত সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের ত্রিশ মিনিটের মধ্যে কোরাম না হয়, তাহা হইলে উক্ত সভা পরবর্তী সপ্তাহের একই দিনে, একই সময় এবং একই স্থানে অনুষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্যে মূলতবী হইয়া যাইবে এবং যদি মূলতবী সভায় উক্ত সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের ত্রিশ মিনিটের মধ্যে কোরাম না হয়, তাহা হইলে উক্ত সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণ দ্বারা কোরাম গঠিত হইবে।

৩৩। **সভাপতি**।—(১) কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, উপস্থিত থাকলে, প্রত্যেক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) যদি সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের পর পনর মিনিটের মধ্যে চেয়ারম্যান উক্ত সভায় উপস্থিত না হন, তাহা হইলে উপস্থিত পরিচালকগণ তাহাদের মধ্য হইতে কোন একজনকে উক্ত সভার সভাপতি নির্বাচিত করিবেন। যদি চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য পরিচালকগণ সাধারণ সভায় অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে উক্ত সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণ তাহাদের মধ্য হইতে কোন একজনকে উক্ত সভার সভাপতি নির্বাচিত করিবেন।

(৩) সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য কোন সভাপতি না থাকিলে কোন সাধারণ সভায় কোন কার্য সম্পাদন করা যাইবে না।

৩৪। সাধারণ সভা স্থগিতকরণ।—সাধারণ সভা আহবান করার পর বোর্ড যে কোন সময় উহা স্থগিত করিতে পারিবে।

৩৫। মূলতবীকরণ।—সভাপতি সময় সময় সাধারণ সভা মূলতবী করিতে পারিবেন, কিন্তু মূলতবী সভায় পূর্ববর্তী সভার অসমাপ্ত কার্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য সম্পাদন করা যাইবে না।

৩৬। **প্রস্তাব**।—(১) যে কোন সাধারণ সভায় ভোটে প্রদত্ত কোন প্রস্তাবের উপর সদস্যদের হাত উত্তোলন দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে ; যদি হাত উত্তোলনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পূর্বে বা ঘোষিত হওয়ার সংগে সংগে উক্ত প্রস্তাবের উপর আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণ দাবী করা না হয়, তাহা হইলে হাত উত্তোলনের মাধ্যমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে অথবা প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে বা একটি বিশেষ সংখ্যাধিক্যে গৃহীত বা প্রত্যাখাত হইয়াছে মর্মে সভাপতি ঘোষণা করিলে এবং কর্পোরেশনের কার্যবিবরণী বহিতে উহা লিপিবদ্ধ থাকিলে, প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কত ভোট লিপিবদ্ধ হইয়াছে তৎসম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতিরেকেই, উহা এতদবিষয়ক প্রকৃত অবস্থায় চূড়ান্ত সাক্ষ্য হইবে।

(২) যদি আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণ দাবী করা হয়, তাহা হইলে সভাপতি যেভাবে নির্দেশ দিবেন সেইভাবে ভোট গ্রহণ করা হইবে এবং ভোটের ফলাফল যে সভায় ভোট গ্রহণ দাবী করা হইয়াছিল সেই সভার সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) হাত উত্তোলনের মাধ্যমেই হউক, বা আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণের মাধ্যমেই হউক, কোন বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা সমান হইলে, যে সভায় উক্তরূপ ভোট প্রদত্ত হয় সেই সভার সভাপতি একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) যে বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণের দাবী করা হয়, সেই বিষয় ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে সভার কার্য সম্পাদনের জন্য সভা অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকিবে না।

৩৭। **সভাপতির ক্ষমতা**।—(১) কোন সভায় ভোট প্রদানের ব্যাপারে শেয়ারহোল্ডারদের যোগ্যতা এবং ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন শেয়ারহোল্ডার কত ভোট দিতে পারিবে, সেই সকল বিষয়ে সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সভাপতি সাধারণ সভার কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) সভার আলোচ্যসূচীর অগ্রাধিকার ক্রম ;

(খ) প্রশ্ন উত্থাপনের বিষয় ;

(গ) শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সভায় বক্তৃতা প্রদানের ক্রম, বক্তৃতার সময় নির্ধারণ এবং কোন বিষয়ের উপর আলোচনার সমাপ্তি ।

(৩) সভাপতির সম্মতি ব্যতিরেকে, সভার নির্ধারিত আলোচ্যসূচী ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে কার্য সম্পাদন বা আলোচনা করা যাইবে না।

৩৮। **সভার কার্যবিবরণী বৈধতা**।—কোন সাধারণ সভার কার্যবিবরণী এবং উক্ত সভায় গৃহীত সকল প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত আদেশ এবং এই প্রবিধানমালার কোন বিধানের পরিপন্থী না হয়, তাহা হইলে উক্ত সভার কার্যবিবরণী এবং সকল প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত বৈধ এবং কর্পোরেশনের উপর বাধ্যকর হইবে।

৩৯। **সাধারণ সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ বহি**।—(১) সাধারণ সভার সকল কার্যবিবরণী এতদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশনে রক্ষিত কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উক্ত কার্যবিবরণীতে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বা যিনি সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন তিনি স্বাক্ষর করিবেন।

(২) সাধারণ সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ বহি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে রক্ষিত হইবে।

চতুর্থ অংশ
পরিচালকবৃন্দ
নির্বাচন এবং ইস্তফা

৪০। **পরিচালকগণের নির্বাচন**।—আদেশের অনুচ্ছেদ ৮ বা ১০ এ বিধৃত বিধানানুসারে শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভায় বা অন্য কোন সাধারণ সভায় পরিচালকগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

৪১। **নির্বাচন কর্মকর্তা**।—বোর্ড কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে একজনকে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করিবে যিনি কোন নির্বাচিত পরিচালকের পদ শূন্য হইলে উক্ত শূন্য পদের নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

৪২। **নির্বাচনের স্থান ও সময়**।—কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে পরিচালকগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

৪৩। **নির্বাচনের নোটিশ প্রেরণ**।—(১) যে সাধারণ সভায় পরিচালকদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে সেই সভা আহ্বানের নোটিশে উক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদের সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) বোর্ড কর্তৃক নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পনর দিনের মধ্যে প্রবিধান ৪১ অনুসারে নিযুক্ত নির্বাচন কর্মকর্তা নোটিশ দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করিবেন, যথা ঃ—

(ক) নির্বাচনের তারিখ ;

(খ) নির্বাচিতব্য পরিচালকের সংখ্যা ;

(গ) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা চূড়ান্ত করার এবং শেয়ার-হোল্ডারদের রেজিষ্টার বহি বন্ধের তারিখ ;

(ঘ) মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ;

(ঙ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ ; এবং

(চ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ।

৪৪। **শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা**।—(১) পরিচালক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনের তারিখের অন্যূন পঁয়ত্রিশ দিন পূর্বে রেজিষ্টারভুক্ত শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) উক্ত তালিকা শেয়ারহোল্ডারগণ বা তাহাদের স্বীকৃত এজেন্ট বা যথাযথভাবে নিযুক্ত এটর্ণীগণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখের অন্যূন ত্রিশ দিন পূর্বে নির্বাচন কর্মকর্তা কর্তৃক উহা চূড়ান্ত বলিয়া ঘোষিত হইবে।

(৩) ভোটার তালিকা চূড়ান্ত বলিয়া ঘোষিত হইবার তারিখ হইতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার তারিখ পর্যন্ত শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টার বহি বন্ধ থাকিবে।

৪৫। **প্রার্থী মনোনয়ন**।—(১) পরিচালক নির্বাচনের জন্য শেয়ারহোল্ডারগণ কোন প্রার্থীকে মনোনীত করিবেন না যদি উক্ত প্রার্থী ঃ

(ক) শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টার এবং প্রবিধান ৪৪ এর অধীন প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত না হন ;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্ধারিত তারিখে আদেশের অনুচ্ছেদ ১১ অনুযায়ী পরিচালক হওয়ার অনুপযুক্ত হন ; এবং

(গ) পরিচালক হিসাবে শূন্য পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য না হন।

(২) মনোনয়নপত্র লিখিত এবং একজন শেয়ারহোল্ডার বা তাহার নিযুক্ত এটর্ণী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন নিগমিত সংস্থা কর্পোরেশনের শেয়ারহোল্ডার হইলে উক্ত সংস্থার পরিচালকগণের প্রস্তাব দ্বারা মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাইবে এবং যে সভায় উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইবে সেই সভার সভাপতি কর্তৃক সত্যায়িত উক্ত প্রস্তাবের অনুলিপি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত অনুলিপি মনোনয়নপত্র বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কোন মনোনয়নপত্র বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না যদি উহা নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত তারিখের অন্যূন দশ দিন পূর্বে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করা না হয়।

৪৬। **মনোনয়নপত্র বাছাই**।—নির্বাচন কর্মকর্তা দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের জন্য নির্ধারিত তারিখে বাছাই করিবেন এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষেত্রে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৭। **প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ**।—প্রবিধান ৪৬ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা শূন্য পদের সমান বা কম হইলে নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য আহূত সভায় উক্ত বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী বা প্রার্থীগণকে এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং তাহাদের নাম ও ঠিকানা উক্ত সভায় প্রকাশ করা হইবে ; যদি বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী বা প্রার্থীদের সংখ্যা শূন্য পদের সংখ্যার অধিক হয়, তাহা হইলে নির্বাচন কর্মকর্তা বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নাম ও ঠিকানা সাধারণ সভা আহ্বানের নোটিশ যে পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয় সেই পদ্ধতিতে প্রকাশ করিবেন।

৪৮। **নির্বাচনী বিরোধ**।—(১) নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত কোন ব্যক্তির যোগ্যতা অথবা কোন পরিচালকের নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা বিরোধের উদ্ভব হইলে উক্ত পরিচালক পদের অন্য কোন প্রার্থী অথবা অন্যূন দশজন শেয়াহোল্ডার পরিচালক নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে উক্ত সন্দেহ বা বিরোধ সম্পর্কে চেয়ারম্যানকে অবহিত করিবেন এবং যে সকল কারণে নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে সেই সকল কারণের পূর্ণ বিবরণ চেয়ারম্যানের নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং উক্ত সন্দেহ বা বিরোধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান তাৎক্ষণিকভাবে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অপর একজন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান। (১) এর অধীন গঠিত কমিটি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, নির্বাচন বৈধভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত কমিটি নির্বাচন বৈধভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে অথবা যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, নির্বাচন বৈধভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহা হইলে উক্ত কমিটি পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠানের আদেশসহ উহার বিবেচনায় যথাযথ বলিয়া বিবেচিত যে কোন আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) এই প্রবিধান অনুসারে উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ এবং নির্দেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পঞ্চম অংশ

বোর্ড এবং নির্বাহী কমিটির সভা ও কার্যবিবরণী।

৪৯। বোর্ডের সভা।—(১) চেয়ারম্যান অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার সচিব বোর্ডের সভা আহ্বান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় এবং স্থানে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) বোর্ডের প্রতিটি সভার নোটিশ সভা অনুষ্ঠানের অন্যূন দশদিন পূর্বে প্রত্যেক পরিচালকের নিকট তাহার রেজিষ্টার্ড ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরী সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে পরিচালকগণকে স্বল্প সময়ের নোটিশ প্রদান করা যাইবে যাহাতে তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইতে সক্ষম হন।

(৩) সভাপতির সম্মতি ব্যতীত বোর্ডের সভার জন্য নির্ধারিত কার্যসূচী বহির্ভূত কোন বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে না।

(৪) যে কোন দুইজন পরিচালক যে কোন সময় সুনির্দিষ্টভাবে আলোচ্য বিষয় বা বিষয়াবলী উল্লেখপূর্বক বোর্ডের সভা আহ্বানের জন্য চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর সভার, স্বাভাবিক নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে, সভা আহ্বান করিবেন।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীন আহূত সভা ব্যতীত বোর্ডের অন্য কোন সভা বাতিল বা স্থগিত করার চেয়ারমানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) দৈবক্রমে কোন পরিচালককে বোর্ডের কোন সভার নোটিশ প্রদান না করা হইলেও উক্ত সভায় গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত অবৈধ হইবে না।

(৭) যদি কোন পরিচালক বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন এবং তাঁহাকে উক্ত অবস্থানকালীন সময়ে সভার নোটিশ প্রদানের জন্য কোন ঠিকানা কর্পোরেশন বরাবরে সরবরাহ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানকালীন সময়ের জন্য কোন সভার নোটিশ পাওয়ার অধিকারী হইবেন না।

(৮) চেয়ারম্যান যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ কার্যনির্বাহ করার জন্য সভায় মিলিত হইতে বা সভা মূলতবী বা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

(৯) বোর্ডের সভার কার্যবিবরণী এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিত বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং চেয়ারম্যান অথবা যিনি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন তিনি পরবর্তী সভায় উহা স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্তরূপ স্বাক্ষরিত কার্যবিবরনী চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) বোর্ডের সভা অনুষ্ঠান ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত যদি যে সংখ্যক পরিচালকের উপস্থিতি দ্বারা সভার কোরাম গঠিত হয় সেই সংখ্যক পরিচালকের স্বাক্ষরাধীনে গৃহীত হয়, তাহা হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী অনুসারে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ন্যায় বৈধ ও কার্যকর হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিবরণ ঐ সময়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল পরিচালকের নিকট পূর্বেই প্রেরণ করিতে হইবে।

৫০। **নির্বাহী কমিটির সভা**।—(১) কর্পোরেশনের চলতি কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য যতবার প্রয়োজন হইবে ততবার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, স্থান ও সময়ে নির্বাহী কমিটি সভায় মিলিত হইবে।

(২) নির্বাহী কমিটির সদস্যগণকে অন্যূন সাতদিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করা যাইবে, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বল্প সময়ের নোটিশ প্রদানপূর্বক নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৫১। **পরিচালকদের স্বার্থ প্রকাশকরণ**।—কর্পোরেশন যদি অন্য কোন পক্ষের সহিত কোন লেনদেন, চুক্তি, ঋণ আদান-প্রদান বা সমঝোতা করিতে চাহে তাহা হইলে উহাতে কোন পরিচালকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন স্বার্থ থাকিলে তিনি বোর্ডের যে সভায় এই বিষয় আলোচিত হইবে সেই সভায় তাহা প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত বিষয় আলোচনাকালে তিনি বোর্ড অথবা নির্বাহী কমিটির সভায় যোগদান হইতে বিরত থাকিবেন, যদি না বোর্ডকে তথ্যসরবরাহের জন্য অন্যান্য পরিচালক তাহাকে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ জানান ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন পরিচালকের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি উক্ত বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে এবং ভোট দিতে পারিবেন না এবং যদি তিনি ভোট দেন, তাহা হইলে তাহার ভোট বাতিল হইবে এবং গণনা করা হইবে না।

৫২। **সভায় যোগদানের ফিস**।— (১) বোর্ডের বা উহার কমিটির প্রতিটি সভায় উপস্থিতির জন্য প্রত্যেক পরিচালক (ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নির্বাহী পরিচালকগণ ব্যতীত) ৭৫০ (সাত শত পঞ্চাশ) টাকা করিয়া ফিস পাইবেন।

(২) প্রত্যেক পরিচালক বোর্ডের সভায় যোগদানের জন্য বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে যাতায়াত ভাতা যদি থাকে, পাইবেন।

৫৩। **পরিচালকের অযোগ্যতা**।—যদি বোর্ডের গোচরীভূত হয় যে, কোন পরিচালক আদেশের অনুচ্ছেদ ১১ তে উল্লেখিত অযোগ্যতার কারণে অযোগ্য হইয়াছেন, তাহা হইলে বোর্ড তাৎক্ষনিকভাবে উক্ত বিষয় সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৫৪। **পরিচালক কর্তৃক ইস্তফাদান**।—একজন পরিচালক বোর্ড বরাবরে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকারের বরাবরে ইস্তফাপত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিজ নিজ পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং পদত্যাগপত্র গ্রহণের তারিখ হইতে উক্ত পদ শূন্য হইবে।

৫৫। কর্পোরেশনের সহিত চুক্তিপত্র সম্পাদন।—কর্পোরেশনের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) ব্যক্তিগণের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তি যদি আইন অনুযায়ী লিখিত হওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ কোন চুক্তি কর্পোরেশনের পক্ষে লিখিতভাবে সম্পাদন করা যাইবে এবং কর্পোরেশনের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি উহাতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

(খ) ব্যক্তিগণের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তি লিখিত না হইলেও যদি আইনসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ কোন চুক্তি কর্পোরেশনের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্পোরেশনের পক্ষে অলিখিতভাবে সম্পাদন করিতে পারিবেন।

৫৬। আর্জি ইত্যাদি স্বাক্ষরকরণ।—মামলার আর্জি, লিখিত জবাব, হলফনামা এবং বিচার সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলপত্র কর্পোরেশনের পক্ষে বোর্ডের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা স্বাক্ষর ও যাচাই করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অংশ
বিবিধ

৫৭। লভ্যাংশ।—(১) শেয়ারহোল্ডাদের সাধারণ সভায় লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইবে, কিন্তু লভ্যাংশের পরিমান বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত অর্থের অধিক হইবে না।

(২) বোর্ড সময় সময় শেয়ারহোল্ডারদের এইরূপ অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারিবে, যাহা বোর্ডের নিকট কর্পোরেশনের মুনাফার ভিত্তিতে ন্যায়সংগত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(৩) লভ্যাংশের অর্থ শেয়ার সার্টিফিকেট দ্বারাও সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধ করা যাইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট বৎসরের মুনাফা অথবা অন্য কোন অবন্টনকৃত মুনাফা ব্যতিরেকে অন্য কোন অর্থ হইতে লভ্যাংশ প্রদান করা যাইবে না।

(৫) লভ্যাংশের উপর কর্পোরেশন কর্তৃক কোন সুদ প্রদেয় হইবে না।

(৬) বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত কর্পোরেশনের মুনাফার পরিমান চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) হস্তান্তরিত শেয়ার কর্পোরেশনের শেয়ার হস্তান্তর রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে লভ্যাংশের উপর হস্তান্তরগ্রহীতার অধিকার বর্তাইবে না। লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট বা চেকের মাধ্যমে ডাকযোগে শেয়ারহোল্ডারের বাংলাদেশের ঠিকানায় এবং যৌথ শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে, যাহার নাম রেজিষ্টারে প্রথমে উল্লেখ থাকিবে তাহার ঠিকানায় প্রেরণ করা হইবে। ডাকযোগে প্রেরিত ওয়ারেন্ট বা চেক হারানো গেলে তজ্জন্য কর্পোরেশন দায়ী হইবে না।

৫৮। **হিসাব পরিদর্শন ইত্যাদি**।—পরিচালক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্পোরেশনের কোন হিসাব বা বহি বা অন্য কোন দলিল পরিদর্শন করার অধিকারী হইবেন না।

৫৯। **হিসাব**।—বোর্ড কর্পোরেশনের সকল সম্পদ, পরি-সম্পদ, দায়-দেনা এবং কর্পোরেশন কর্তৃক প্রাপ্ত ও ব্যয়িত সকল অর্থের হিসাব বহি রক্ষণের ব্যবস্থা করিবে এবং এই ব্যাপারে অর্পিত দায়িত্ব পালনে যত্নবান থাকিবে।

৬০। **বার্ষিক হিসাব**।—বোর্ড প্রত্যেক অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ দিন কর্পোরেশনের হিসাব-নিকাশের সমন্বয় সাধনপূর্বক হিসাব বহি হালনাগাদ করিবে এবং বার্ষিক হিসাব, ব্যালেন্স শীট ও লাভ-ক্ষতির হিসাব আকারে প্রণয়ন করা হইবে। কর্পোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত হিসাব নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব বিবরণীর একটি অনুলিপি, নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন ও পরিচালকগণের প্রতিবেদনসহ, বার্ষিক সাধারণ সভার চৌদ্দদিন পূর্বে, যে সকল ব্যক্তি সাধারণ সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী তাহাদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে অথবা ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে অথবা যে পদ্ধতিতে সাধারণ সভার নোটিশ প্রকাশ করা হয় সে পদ্ধতিতে উহা প্রকাশ করা হইবে।

৬১। **ব্যালেন্সশীট**।—(১) প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের নিকট কর্পোরেশনের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আদেশ ও এই প্রবিধানমালার অধীন উপস্থাপন করিতে হইবে এইরূপ লাভ-ক্ষতির হিসাব, আয়-ব্যয়ের হিসাব, নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশীট এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে।

(২) লাভ-ক্ষতির হিসাবে সুবিধাজনক বিভিন্ন খাতে আয়ের বিভিন্ন উৎসসহ স্থুল আয়ের বিবরণ এবং সংস্থাপন, বেতন ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের খরচসহ স্থুল খরচের বিবরণ থাকিবে।

(৩) হিসাব, প্রতিবেদন এবং ব্যালেন্স শীট অন্যূন দুইজন পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড নির্বাচিত পরিচালকদের সমন্বয়ে গঠিত হইলে, উক্ত দুইজন পরিচালকের মধ্যে একজন নির্বাচিত পরিচালক।

৬২। **নিরীক্ষা**।—(১) আদেশের অনুচ্ছেদ ২১ এর অধীন নিয়োগ প্রাপ্ত নিরীক্ষক দ্বারা প্রতি অর্থ বৎসরে অন্যূন একবার কর্পোরেশনের হিসাব এবং ব্যালেন্সশীট নিরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) যে বার্ষিক সাধারণ সভায় হিসাব উপস্থাপন করা হইবে সেই সভায় উপস্থিত থকিবার জন্য নিরীক্ষকগণ নোটিশ পাওয়ার অধিকারী হইবেন এবং তাঁহারা হিসাব সম্পর্কে প্রয়োজন অনুসারে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) আদেশের অনুচ্ছেদ ২১ এর দফা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনের সহিত ব্যালেন্স শীট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব সংযুক্ত থাকিবে, যাহা সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের নিকট উপস্থাপন করা হইবে।

- (৪) পরবর্তী বৎসরের হিসাব নিরীক্ষার সময় অথবা তৎপূর্বে গোচরীভূত কোন ত্রুটি ব্যতিরেকে কর্পোরেশনের নিরীক্ষিত হিসাব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচিত হওয়ার পর চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে, তবে গোচরীভূত কোন ত্রুটি তাৎক্ষনিকভাবে সংশোধন করার পর উহা চূড়ান্ত হইবে।

৬৩। **কর্পোরেশনের সাধারণ সীলমোহর**।—(১) বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ কমপক্ষে দুইজন পরিচালকের সম্মুখ ব্যতীত, কর্পোরেশনের সাধারণ সীলমোহর কোন দলিলে অংকিত করা যাইবে না, এবং উল্লিখিত দুইজন পরিচালক তাহাদের সম্মুখে যে সমস্ত দলিলে কর্পোরেশনের সাধারণ সীলমোহর অংকিত করা হইবে উহার প্রত্যেকটিতে স্বাক্ষর করিবেন।

(২) প্রবিধান ১৪ এর বিধান অনুসারে ইস্যুকৃত কর্পোরেশনের শেয়ার সার্টিফিকেটে এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের সাধারণ সীলমোহর ব্যবহার করা যাইবে।

৬৪। **নোটিশ**।—(১) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন শেয়ারহোল্ডারকে কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিবন্ধিত ঠিকানায় ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করা যাইবে।

(২) কর্পোরেশন কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে বা তাহাদের কোন একজনকে নোটিশ প্রদানের প্রয়োজনে যদি অন্যূন দুইটি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নোটিশ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী যথাযথভাবে পালিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কোন নোটিশ ডাকযোগে প্রেরণ করিবার ক্ষেত্রে, নোটিশ বহনকারী ডাকযোগে প্রেরিত পত্রটি যথাযথ ডাক মাশুলযুক্তক্রমে সঠিক ঠিকানায় প্রেরণ করা হইলে উহা কার্যকরভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, সাধারণ ডাকযোগে উক্ত পত্রটি যে সময়ে বিলি হওয়ার কথা সে সময়ে উক্ত পত্রটি বিলি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) যদি কোন শেয়ারহোল্ডারের বাংলাদেশে কোন নিবন্ধিত ঠিকানা না থাকে এবং তাহার নিকট নোটিশ প্রেরনের জন্য তিনি কর্পোরেশনকে বাংলাদেশের ভিতরে তাহার কোন ঠিকানা সরবরাহ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার সর্বশেষ জানা ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিয়া একটি নোটিশ এবং দুইটি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইবে; উক্ত বিজ্ঞাপন যেই তারিখে প্রকাশিত হইবে সেই তারিখে তাহার নিকট উক্ত নোটিশ যথাযথভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন শেয়ারের যৌথ হোল্ডারের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডার রেজিষ্টারে যাহার নাম প্রথমে লিখিত থাকিবে তাহার নিকট নোটিশ প্রদান করিয়া যৌথ হোল্ডারগণের নিকট নোটিশ প্রদান করা যাইবে।

(৬) কোন শেয়ারহোল্ডারের মৃত্যু বা দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার ফলে তাহার শেয়ারের স্বাত্বাধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট তাহাদের নামে বা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত বাংলাদেশের কোন ঠিকানায় (যদি থাকে) মাশুল পরিশোধিত ডাকযোগে নোটিশ দেওয়া যাইবে; তবে এইরূপ কোন ঠিকানা সরবরাহ না করা হইলে উক্ত নোটিশ যদি উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু না ঘটিত বা তিনি দেউলিয়া ঘোষিত না হইতেন তাহা হইলে যেইরূপ পদ্ধতিতে দেওয়া হইত সেইরূপ কোন পদ্ধতিতে নোটিশ দেওয়া যাইবে।

(৭) বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নোটিশ দেওয়া হইলে উক্ত বিজ্ঞাপন যেই তারিখে প্রকাশিত হইবে সেই তারিখে উক্ত নোটিশ যথাযথভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) কর্পোরেশন রবারবে শেয়ারহোল্ডারগণের সকল নোটিশ উহার প্রধান কার্যালয়ে রেজিঃ ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে।

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ এর আদেশক্রমে,

জুলফিকার হায়দার চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।